রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৫, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ চৈত্র ১৪২৭/ ১৫ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২১.০৬৮—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভলপমেন্ট পলিসি কর্তৃক ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করে, যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফসল এ স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করেছে এবং দেশের অবস্থানকে করেছে আরও সুসংহত। এই ঐতিহাসিক অর্জনের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭/০৯ মার্চ ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৯ মার্চ ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউএন-সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করে, যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। ইউএন-সিডিপি তিনটি সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে, এ সূচকগুলি হলো: মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ইউএন-সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের তিনটি মানদণ্ডই সফলতার সঙ্গে পূরণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায়ও বাংলাদেশ তিনটি মানদণ্ডই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পূরণের গৌরব অর্জনের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের যোগ্যতা অর্জন করল।

জাতিসংঘের পর্যালোচনায় ২০১৯ সালে মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ড নির্ধারিত ছিল ১২২২ মার্কিন ডলার তৎস্থলে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১৮২৭ মার্কিন ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ মার্কিন ডলার যা নির্ধারিত মানদণ্ডের প্রায় ১.৭ গুণ। মানবসম্পদ সূচকে নির্ধারিত মানদণ্ড ৬৬ পয়েন্টের বিপরীতে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫.৪। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে উত্তরণের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড ৩২ পয়েন্টের নীচে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ২৭। এ সকল অর্জন উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানকেই নির্দেশ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

করোনাভাইরাস মহামারির বাস্তবতায় উত্তরণ প্রক্রিয়াকে টেকসই ও মসৃণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুযায়ী সিডিপি সাধারণ নিয়মে তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর প্রাক-উত্তরণ প্রস্তুতিকাল করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী পাঁচ বছর প্রাক-উত্তরণ প্রস্তুতিকাল অতিক্রম করার পর ২০২৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল, প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং পরনির্ভরশীলতা মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়োপযোগী, জনকল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে বলে মন্ত্রিসভা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে। মন্ত্রিসভা বিশ্বাস করে যে, সকলের সমন্বিত প্রয়াসে উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উত্তরণ এক বিরাট সফলতা। এ সম্মান বাংলাদেশের, এ সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতির। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফসল এ স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করেছে এবং দেশের অবস্থানকে করেছে আরও সুসংহত। এই ঐতিহাসিক অর্জনের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে মন্ত্রিসভা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd